PR
1718
B6657
A778
1917
c.1
Gen

The University of Chicago Library

'আজি আমারি কথা'

অজয়কুমার ভট্টাচার্য্য

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক
সুখেন্দুবিকাশ মজুমদার
১৪নং বৃন্দাবন মল্লিক ফার্ষ্ট লেন।

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
জুলাই ১৯৩৭
দাম—আট আনা

মুদ্রাকর—
শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভৌমিক
জুবিলী প্রেস
১৪নং বৃন্দাবন মল্লিক ফার্ষ্ট লেন
কলিকাতা

আমার গানের
সহৃদয় ভাণ্ডারী
তরুণ বঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সুর-শিল্পী
কুমার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র দেববর্ম্মণ মহাশয়ের
কর-কমলে—

এক

আজি আমারি কথা
ওগো বিমনা সাঁঝে
তব স্মরণ-বীণে
যেন বারেক বাজে।
যদি আঙ্গিনা-তলে
তব দীপালি জ্বলে
জ্বেলো একটি বাতি
মোরে স্মরিয়া লাজে।
মৃদু নিশীথ-বায়ে
তব শেফালী-বনে
ভুলে গোলাপ যদি
জাগে আপন মনে
ঢালি' নয়ন-বারি
জ্বালা জুড়া'য়ো তারি
ডাকি' আমারি নামে
প'রো অলক মাঝে।

দুই

জাগার সাথীগো মম, জাগিও আমার সাথে,
ঘুমায়না শশী-তারা এমন মাধবী রাতে।
আলোক-রাগে মুকুল জাগে, সুবাস জাগে অন্তরে,
চাঁপার বনে ঘনায় মধু, মহুয়া-শাখা মুঞ্জরে।
ঘুম-না-জানা ব্যাকুল অলি কুসুমে ডাকি' গুঞ্জরে।
ঘুম-ভাঙ্গানিয়া গীতি রাতের পাখায় বাজে,
তটিনী নিদ্রা-হারা, সাগর ধেয়ানে রাজে।
হে চির-সখা, আমারি কথা নিখিল নভে সঞ্চরে,
তোমারি তরে জাগিব আমি, জাগিও বঁধু মোর তরে,
এ-রাতি মম রহিবে জাগি' চির-রাতির অন্তরে।

তিন

মম মন্দিরে এলে কে তুমি ?
তব পূজা-ধূমে লুকায়ে আজি
আমারে পূজিলে ওগো কে তুমি ?
প্রেম-দেবতার আরতি লাগি'
আঁখি-দীপ তব রয়েছে জাগি'
মোরে দিলে মালা ভুলে কে তুমি ?
অন্ধ-বাতাস হেথা নিশসে,
পাষাণ দেবতা আমি যে আজ
শত বেদনার হিম-পরশে।
ওগো পূজারিণী যাও গো ফিরে
পাষাণ গলেনা এ-আঁখি নীরে
মরুতে মলয় চাহ কে তুমি ?

চার

এই মহুয়া-বনে
মনের হরিণ হারিয়ে গেছে
খুঁজি আপন মনে।
এই কাননের তরু-লতা
জানে কি তার পথের কথা ?
সে গেল হায় আচম্‌কা কোন্
পথিক হাওয়ার সনে ?
বাঁধন-ভীতু মায়া-মৃগে
বন্দী ক'রে হায়
হারিয়ে তারে দু'নয়নে,
অশ্রু ঝ'রে যায়।
মনের দুয়ার ভেঙ্গে দিয়ে
সে গেলরে মুক্তি নিয়ে
(আমি) তার মায়াতে বন্দী হয়ে
কাঁদি সঙ্গোপনে।

পাঁচ

ওগো বাদল-রাতি যদি ঘুমায়ে পড়ি
দিও স্বপন তব মম নয়ন ভরি' ;
যদি অশ্রু মম
ঝরে বাদল সম
সে যে ঝরিবে প্রিয় শুধু তোমারে স্মরি'।
ছিল জাগার সাথী মৃদু চাঁদেরি আলো
সে যে বুঝেনি কথা মোরে বাসেনি ভালো,
ওগো বরষা-রাতি
ওগো ধ্যানের সাথী
রেখো আমারে আজি তব হিয়াতে ধরি'।

ছয়

স্বপন না ভাঙ্গে যদি শিয়রে জাগিয়া র'বো
গোপন কথাটি মম নয়ন-সলিলে ক'বো।
যদি, আনমনে চলে যাও
মোর গান নাহি গাও
বেদনা লুকায়ে রাখি' রচিব গীতালি নব।
ফুল হ'য়ে ছিনু যবে নিলে না চয়ন করি';
ও চরণ পাব বলে মলিন হইয়া ঝরি।
তোমার আকাশ মাঝে
চাঁদ হতে চাহি না যে
শুক তারা আমি আজি দিগন্তে ঠাঁই লবো।

সাত

যদি এ-পথে কভু
তব চরণ-ধ্বনি
ভুলে উঠেগো রণি'
আমি বিছায়ে তনু
হ'বো পথের ধূলি
জাগি' দিন রজনী।
যদি আমারি বনে
এসো ফুল-চয়নে
আমি সুরভি হ'য়ে
রবো ফুলের মনে,
যদি চাহিতে চোখে
তব সরমে বাঁধে
কাঁপে নয়ন-মণি
তব মরম-তলে
র'বো কামনা হয়ে
ওগো চারু-বরণী।

আট

আজ যদিগো নীরব রহি
গানের সুরে ডাকতে যদি
আঁখি-ধারা যায়গো বহি'
ভুল বুঝোনা ওগো প্রিয়
অঙ্গনে মোর চরণ দিও
নীরবতার গভীর ভাষায়
শেষ কথা মোর যাব কহি'।
আমার ঘরের প্রদীপখানি
না হয় যদি জ্বালা,
অন্ধকারের অতল তলে
গাঁথবো তোমার মালা।
তোমার আসার সে-লগনে
আমি যদি রই স্বপনে
মালাখানি নিও তুমি
তার ব্যথা আর কত সহি?

নয়

প্রভাতে আজ কে এলে গো রূপ-অলকার তিমির দুয়ার খুলে
পূর্ণিমা-চাঁদ অস্তপথে চমকে দাঁড়ায় তোমার রূপে ভুলে।
আকাশ ছিল তোমার ধ্যানে, সে জাগে ঐ আলোর গানে,
অরূপ, তব লীলা-কমল বিশ্ব-রূপে উঠ্‌লো আজি দুলে:
না-শোনা কোন বাণী শোনাও অজানা হে তুমিই জান,
ঘুম ভাঙ্গায়ে মানস-কলির আবার কেন বেদন হান?
কোন সুদূরের বাঁশীর টানে কোথায় যাবে কেবা জানে,
তোমায় স্মরি' অশ্রু-শিশির মৌন-ব্যথায় জাগবে ফুলে ফুলে।

দশ

কণ্ঠে তোমার দুলবে ব'লে গানের মালা গাঁথি।
তুমি এসে বসবে ব'লে হিয়ায় আসন পাতি
তোমার সুবাস চাঁপার গন্ধ মাঝে
জ্যোছনা রাতে আলোর বুকে নূপুর তব বাজে।
পাইনে তোমায় বাসর জাগি জ্বালিয়ে প্রেমের বাতি!
একলা কাঁদি অঝোর ধারে
সে ধারাতে আসবে নাকি তোমার তরী হৃদয়-পারে?
তুমি আমায় করবে অবহেলা!
তোমায় ডেকে কাঁদবো আমি একি তোমার খেলা!
তোমার খেলা শেষ হ'লোনা ঘনায় আমার রাতি।

এগারো

মেঘ-বাতায়ন গেলরে খুলি'
চকিত আলোয় কা'র আঁখিজল উঠিল দুলি'?
কত বরষার বিরহ-ব্যথা
রুমু-ঝুমু ভাষে কহিল কথা!
তরু-মর্ম্মরে নিশ্বাস কা'র ওঠে ব্যাকুলি'?
আমার হিয়ার মুকুরে পড়িছে
বেদনা-মলিন মেঘের ছায়া
আমার নয়নে বরষা নামিছে
মনে পড়ে কা'র নয়ন-মায়া।
আকাশ ভুলিবে মেঘের কথা,
দুলিবে চাঁদের আলোক লতা,
আমার প্রাণের চির-বরষায় কেমনে ভুলি?

বারো

যদি দখিনা পবন আসিয়া ফিরে গো দ্বারে,
বাদল-ব্যাকুল বনে পাবে কি খুঁজিয়া তারে?
যদি এ চাঁদিনী রাতে
নিদ্ নামে আঁখি-পাতে
প্রভাতে চাহিয়া চাঁদে ভাসিবে নয়ন-ধারে।
যে-কথা কহিতে বাধে
যে-ব্যথা পরাণে কাঁদে
আজি না কহিলে প্রিয় কহিবে কবে সে কারে?

তেরো

অশ্রু কবে শেষ হবে মোর
ওগো মৃগ-নয়নী?
দুখের রাতি পোহাবে কি কনক-উষা-বরণী?
ঘর-ছাড়ানো বাঁশীর ডাকে
যে চলেরে পথে
কে পারে হায় ধরতে তাকে?
ডাকলে তারে অলখ্ প্রেমে
তুমি মনোহরণী।
ফুলের ডালি উজাড় ক'রে
কানন যারে বাঁধতে নারে
সেই সে ঝড়ের সাথী পথিক
করলে তুমি বন্দী তারে।
প্রেম ছিল মোর পাষাণ হিয়ায়
ছিলনা মোর জানা
তুমি মোরে জানালে হায়
বল, ফুলে ফুলে ভরবে কবে
আমার মরু-ধরণী?

চোদ্দ

একি ব্যথা নভোতলে, নিভে যেন শশী -তারা।
রহি' রহি' কেগো কাঁদে ছায়া-পথে প্রিয় হারা ?
যেন কা'র হিয়া মাঝে
বিরহ-বেদনা বাজে
মিলনের বীণা-তারে আজি নাহি জাগে সাড়া।
কাহার অলক-ছায়া লুটালো ধরণী-তলে ?
কত জনমের ব্যথা ঝরিছে নয়ন-জলে !
বিরহের আঁধিয়ারে
পূজারিণী খোঁজে কারে ?
তারি পূজা-আয়োজনে দিনু মম আঁখি-ধারা।

পনেরো

আলো-ছায়া-দোলা উতলা ফাগুনে বন-বীণা বাজে,
পথ-চারী অলি চলে যেথা কলি জাগে মধু-লাজে।
মৃদু ফুল-বাসে
সমীর-নিশাসে
অজানা আবেশ ধীরে ভেসে আসে আজি হিয়া-মাঝে।
দোলে লতা-বেণী, সাজে বন-পরী,
বাঁধে ফুল-রাখী, বুঝি মোরে স্মরি'
চারু দিঠি তার
ডাকে অনিবার
এ-শুভ লগনে আজিকে কেমনে রহি আন্ কাজে ?

ষোল

স্বপনে ভুলিছে আঁখি-জল,
সাঁঝের কমল যেন ব্যথা-ছলছল।
সে কোন্ পথিক আসি'
বাজালো ভুলানো বাঁশী ?
রাখিয়া গেল কে বুকে স্মৃতি-পরিমল ?
বাতাসে আসিল কিগো
বারতা তাহার ?
আকাশে নয়ন হানি'
কারে চাহ আর ?
সে গেল আপন পথে
সে গেল আলোক-রথে
তোমার আকাশে কাঁদে বরষা কেবল।

সতেরো

মঞ্জু রাতে আজি তন্দ্রা কেন হে প্রিয় ?
ক্লান্ত-প্রাণে মম স্নিগ্ধ সুরভি দিও।
মুগ্ধ শশী রহি' গগন-তলে
জ্যোছনা-প্রীতি ঢালে সরসী-জলে,
হিয়ার সুধা মম পরাণ ভরিয়া পিও।
উঠিবে ডাকি যবে ভোরের পাখী
তুমি তো যাবে চলি' বেদনা রাখি'
পথের সাথী করি' আমার মালাটি নিও।

আঠারো

ফাগুনের সমীরণ সনে
বন-মৃগ এলো ফিরে বনে।
(তার) সুনয়নে একি মায়া জাগে!
আকাশের চোখে নীল লাগে,
পথ রাঙ্গা পদ-পরশনে।
ছন্দের ঝর্ণা সে বুঝি!
তারি ছাদে নদী চলে তারে খুঁজি,
বন্দী সে ছিল মোর প্রাণে,
এলো ছুটে আলোকের গানে,
চিনিবে কি মোরে এ লগনে?

উনিশ

আজি গানে গানে কুসুম-কাননে
কেগো মোরে আনে?
লতা কহে দুলি' "এসো ব্যথা ভুলি"
ডাকে ফুল-কলি চেয়ে আঁখি পানে।
যে ছিল স্বপনে আজি কিগো তারে
হেরিব নয়নে বন-বীথি ধারে?
অলখে রহি' সে কি কথা কহিছে?
কি নব অমিয় দিবে সে পরাণে?

কুড়ি

গৃহ-ছাড়া পথ-হারা আমি যে একা
মেঘ-ছায়ে বৃথা খুঁজি চাঁদের লেখা।
ভরা নদী দিয়ে পাড়ি
মরু-পারে চাহি বারি
ধূলি মাঝে খুঁজে মরি কনক-রেখা।
মোরে চেয়ে যে ফিরেছে নয়ন-জলে
চির-ব্যথা হ'লো সে যে মরম তলে
জীবনেরি উষা-কালে
নবারুণ আলো ঢালে
আজি সাঁঝে মিলিবেনা তাহারি দেখা।

একুশ

বিদায়ের শেষ বাণী
তুমি, বলোনা মোরে বলোনা
আমি জানি তা যে জানি।
রাতের আঁধারে পাখী
সে কথা কহিছে ডাকি
বায়ু করে কানা-কানি।
বিদায়ের শেষ বাণী।
আকাশের পার হ'তে
যে তারকা ঝ'রে যায়
সে যে আজ ক'য়ে গেল
তোমার কথাটি হায়।
যাবে তুমি কোন্ ক্ষণে
ভুলে আছি আনমনে
ভাঙ্গিওনা ভুলখানি।
বিদায়ের শেষ বাণী

বাইশ

এলো কি চৈতী হাওয়া
গন্ধ-উদাস বনে বনে ?
শিহরে কনক-চাঁপা
হঠাৎ-জাগা শিহরণে !
শুনি কা'র চরণ-ধ্বনি
এ-পথে উঠলো রণি',
বাজিলো কোন্ গীতালী
বনের বীণায় আপন মনে ?
আজি ঐ রৌদ্র-ছায়া
দুলছে দোদুল ডালে ডালে
আজি ঐ গগন-পারে
রূপের শিখা পলাশ জ্বালে ;
সুদূরের মধুর বাঁশী
কে বাজায় হেথায় আসি ?
হারানো পথিক বুঝি
ফিরে এলো সঙ্গোপনে !

তেইশ

বাঁশরী মম না-বলা কথা কহিবে
স্বপন ভুলি জাগিবে কলি কাননে,
দখিনা-বায় সুরভি তার হরিবে।
উদয়-তারা আমারি সুরে
চাঁদের লাগি' আসিবে দূরে
সে সুরে নদী সাগরে স্মরি বহিবে।
বিমনা ওগো রহিও জেগে
মালাটি তব লইবো মেগে
তোমারি তরে সুরের পূজা রহিবে।

চব্বিশ

আসিও প্রিয় ছায়া-ঘন—বাদলে
কেতকী রেণু নিও মেখে আঁচলে
বেদনা মম তারি বুকে
রাখিয়া যাব স্মৃতি-সুখে
শুধায়ো তারে যত কথা বিরলে।
তোমারি তরে আঁখি-বারি ঝরিবে,
মুকুর রচি' বন-পথে রহিবে।
আমারি ছবি সে-মুকুরে
হেরিও আসি বন-পুরে
সে র'বে আঁকা বেদনারি কাজলে।

পঁচিশ

মেঘ-তরী বেয়ে কেগো চ'লে যায় !
উতলা চাতকী তারে নাহি পায় ।
ফুরালোনা কথা
মূরছিলো লতা
ভাসে কেয়া-কলি নয়ন-ধারায়।
সে কহে কাননে "আমি চলে যাই
আসে রাঙ্গা আলো তারে দিও ঠাঁই।"
কেয়া অভিমানে
চাহে তারি পানে ;
হাসে শেফালিকা বন-ঝরোকায়।

ছাব্বিশ

জাগি রজনী শুনি আমি শুনি
বিরহ-বীণে কে যে মীড় টানে
চিনিনা তা'রে, অজানা সে গুণী।
পথ-হারা সে যার পথ খুঁজি
আলেয়া হ'য়ে সেই আসে বুঝি
ধরিতে নারে সুর-জাল বুনি'।
না জানি কেন
তারি সুরে জাগি
বাহিরে আসি
যেন কার লাগি
মরমে বহে
প্রেম-সুরধুনি।

সাতাশ

তোমার লাগি কত যে গান গাহি
অকূল মাঝে একলা আমি জীবন-তরী বাহি।
গেয়েছি গান বাদল রাতে
গেয়েছি গান ফাগুন-প্রাতে
কখন এসে ডাক দিয়ে যাও
তাই যে আছি চাহি'।
দূরের পাখী যায় গো উড়ে
শুধাই কত কথা,
তার সুরে হায় সুর মিলায়ে
জানাই আকুলতা
রবির পথে অস্তাচলে
গানখানি মোর ছুটে চলে
তোমায় খুঁজে ফিরে আসে দুঃখে অবগাহি'।

আটাশ

ফাগুন এলো বুঝি মহুয়া-মালা গলে,
চরণ-রেখা তা'র পিয়াল-তরু-তলে।
পরাগ-রাঙ্গা চেলী
অশোক দিল মেলি'
শুকালো ব্যথা-বারি মুকুল-আঁখি-কোলে।
ধেয়ানে হিম-ঋতু জপেছে যারে নিতি,
আজিকে বন-পুরে বাজিল তারি গীতি,
লইয়া ফুল-ডালি
বিরহ-শিখা জ্বালি'
না জানি কোন্ দূরে কোথা সে যাবে চ'লে!

উনত্রিশ

দিয়েছ ধরা গানে সুরে,
পুলক জাগে হৃদয়-পুরে।
চেয়েছি যবে নয়ন-জলে
রেখেছ মোরে ভুলায়ে ছলে
আজিকে হেরি নিকটে দূরে।
খুঁজেছি আমি বাদল মেঘে
ছলনা শুধু রহিল জেগে
ফাগুনে হিয়া উঠিল গাহি',
হেরিনু আমি সহসা চাহি'
মাধুরী তব ভুবন জুড়ে।

ত্রিশ

দীপালীর রাতি পোহায়ে যায়
ছিনু আন্‌মনে
দীপ জ্বালা মোর হলো না হায়।
নভো-অঙ্গনে তারার বাতি
হয়ে এল অই মলিন-ভাতি
রাত-জাগা পাখী পূবের গগনে চমকি' চায়।
মনের গহনে এ-সাধ দিবস-যামী
দীপালী-আলোকে হেরিব বঁধুরে আমি :
সে বুঝি ডাকিয়া গেছেগো ফিরে
এখন পাবো কি নয়ন-নীরে ?
শেষ তারা কহে,
"হারায়ে তাহারে কেহ না পায়।"

একত্রিশ

এসো রজনীগন্ধা বনে
এসো অভিসারে নীরবে সঙ্গোপনে
কুসুম-সুবাস বহে যেথা হ'তে
তুমি এসো একা সে বিজন পথে
ফুল হ'য়ে আমি রহিব নিরালা কোণে।
আমি সজল নয়নে রবো
আর কিছু নয় মোর লাগি ফেলো একটি নিশাস তব।
তুমি চলে যেও তব নিজ কাজে
আমি ঝ'রে যাব বন-পথ মাঝে
(শুধু) আজিকার কথা ভুলিও না আন্‌মনে।

বত্রিশ

জাগো হে মরম-সাথী
এখনি পোহাবে মম মিলন-রভস-রাতি।
রজনীর শেষ-তারা
হয় নাই আলো-হারা,
এখনো শিয়রে জ্বলে একাকী করুণ বাতি।
প্রভাতের রাঙ্গা আলো
তোমারে ডাকিবে যবে
নিশীথের শশী-রেখা
আর কি স্মরণে রবে ?
যে-টুকু সময় আছে
জাগিয়া রহিও কাছে
বিদায়ের মালাখানি আঁখিজলে দিব গাঁথি।

তেত্রিশ

আমার মনেরি গহন-পুরে
মুরলী বাজে রে করুণ সুরে।
যে সুরে যমুনা উজান বহে
শুক-সারী পাখী "শ্রীরাধা" কহে
সে-ধ্বনি সঘনে মরমে ঝুরে।
এ-বাঁশী শুনিয়া অভিসারিকা
চলেছে জ্বালায়ে রূপের শিখা।
বিরহী পরাণে বিধুর বাঁশী
উথলি' তুলিছে বেদনা-রাশি
কে তুমি আমার রহিলে দূরে ?

চৌত্রিশ

আগমনী

স্বপন দেখেছে গিরি-রাণী, আকাশের চাঁদ ডেকে বলে
"মাগো আজ খোল' খোল' দ্বার আমারে তুলিয়া লও কোলে।"
প্রভাতে বাহিরে আসি'
হেরিলো কাহার হাসি!
উমা-সতী হাসে মৃদু মৃদু চরণ রাখিয়া ফুল-দলে।
নভোহারা দুটি তারা উমার নয়ন-কোলে,
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু যেন রাঙ্গা রবি জ্বলে।
বিমোহিত গিরিরাণী
মুখে নাহি সরে বাণী,
মা হইয়া মা ডাকিতে আজ সাধ জাগে যেন পলে পলে।

পঁয়ত্রিশ

বিজয়া

"বিদায় দাওগো মোরে" উমাসতী কেঁদে কয়
কাজল মুছিয়া গেল সিন্দুর মলিন হয়।
গিরিরাণী কহে "মাগো
এ-ব্যথা বুঝিবি নাগো
মা'র বুকে কি যে শেল গোপনে বিঁধিয়া রয়।"
তোমার ছাড়িতে উমা পরাণ বিদরে হায়
কাঁদে যত নর-নারী লুটাইয়া রাঙ্গা পায়।
বলে তা'রা—"সিন্দুরে লেপিয়া পাও
পদ-চিহ্ন রেখে যাও
বক্ষে ধ'রে র'বো মোরা প্রাণ হবে উমা-ময়"

ছত্রিশ

আমি চলিনু আজি লয়ে বেদনা-রাশি,
তব নয়নে রবে চির-মধুর-হাসি;
যত বিফল গাওয়া
যত বিফল চাওয়া
র'বে আমারি সাথে হ'বো সুদূর-বাসী।
মম নয়ন-জলে কলি জাগিয়াছিল,
ওগো তোমার তরে সে যে হেথা রহিল।
যদি চাহনি তারি
কভু ভুলিতে নারি
তাই কাঁদিতে সাথে শুধু লইনু বাঁশী।

সাইশিত্র

তোমার পথে আল্পনা দেয়
আমার চোখের জল,
তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে
স্মৃতির শতদল।
কত দিনের বেদন মম
সঁপিতে চাই কাঙ্গাল-সম
বিনিময়ে মিলবে নাকি
পরশ-পরিমল?
দুঃখী আকাশ অশ্রু ঢালে
বন ফিরে দেয় কুসুম-ডালি
আমার পূজার প্রতিদানে
ফুটবে বুঝি কাঁটাই খালি।
বাহির হ'য়ে কোন সকালে
দুখের টীকা নিলেম ভালে
পরাণ-মধু বিলিয়ে কিগো পাব হলাহল?

আটত্রিশ

এমনি রাতে কানন-ছায়ে
হলো যে দেখা তোমারি সাথে,
কখন গেলে বুঝিনি কিছু
ছিল যে ঘুম নয়ন-পাতে।
আজিকে নব কুসুম-বাসে
তোমারি স্মৃতি ভাসিয়া আসে,
যে কথা ছিল মরম তলে
হলোনা বলা মিলন-রাতে।
এখন মম বিরহ-গাথা
শুনবে কিগো সুদূর-চারী
আমারে স্মরি ঝরিবে কিগো
করুণ তব নয়ন-বারি ?
ছিলে যে তুমি নয়ন-সাথী,
আজিকে হ'লে স্মরণ-সাথী
মরমী, তব চরণসাথে অশ্রু মম চাহে মিশাতে।

ঊনচল্লিশ

আমার কথা রইবে বুকে কইবো নাগো আর।
পাষাণ-সম বহুক মম সকল বেদন-ভার।
পূজা-প্রদীপ জ্ব'লে জ্ব'লে
আপনি নিভে সময় হ'লে
প্রতিমা তার জাগলো কিনা কি কাজ জানিবার ?
আমি যে গো সন্ধ্যা-কুসুম নব
সারারাতি তারার পানে চেয়ে জেগে র'ব ;
নাহি জানি সেই সে আলো
বাসবে কিনা আমায় ভালো
জানি আমার আছে শুধু ফোটার অধিকার।

চল্লিশ

(আমার) যাবার সময় ঐ তো আসে,
যে-ফুল ঝরার গেল ঝরে পথের পাশে।
শূন্য মাঠে কাঁদে হাওয়া
সাঙ্গ ঘাটের তরী বাওয়া,
নদীর চরে চকাচকীর কাঁদন ভাসে।
নীড়-বিরাগী পাখী আমি
বেঁধেছিলাম ক্ষণিক বাসা,
আজ সাথী মোর কাল-বোশেখী
ডাক এল তার সর্ব্বনাশা।
কোন সাগরের কোন সীমানায়
কোথায় যাব কে জানে হায় ?
ঘর-ছাড়ানি ছন্দ বাজে ঝড়ের শ্বাসে।

একচল্লিশ

ঝরা শেফালি দলে
দলি' চরণ-তলে
বল' কে তুমি এলে ?
আজি চাঁদের হাসি
ওগো, হেলাতে নাশি'
তুমি কি সুখ পেলে ?
আজি কানন কাঁদে হের কাঁদিছে আকাশ
শোন কাঁদায়ে বেণু বহে বিবাগী বাতাস,
শুনি' ব্যথার বাঁশী
একি নিঠুর হাসি
তব নয়নে খেলে !
ওগো হেমন্তিকা
প্রাণে বেদন-শিখা
তুমি দিলে গো জেলে।

বিয়াল্লিশ

কেন তারি কথা জাগে আজি প্রাণে ?
কেন বাজে তারি সুর মম গানে
মোর আঁখি-ধারা আজি কেন ওরে
ঝরে ঝর-ঝর হায় চির-তরে ?
সে যে ব্যথা-ডোরে মোরে দূরে টানে।
মম হিয়ার মুকুরে তারি ছবি
তার বেদনা দহনে আমি কবি,
তার রূপ-ফাঁদে মোর কাঁদে হিয়া,
সে যে গেল চলি' শুধু স্মৃতি দিয়া,
তারে ভোলা হবে কিনা কেবা জানে !

তেতাল্লিশ

কহিব কথা শুক তারাগো
তোমার সাথে,
তোমার ব্যথা আনিল বারি
নয়ন-পাতে।
যেন গো কবে হারায়ে কারে
খুঁজিছ বৃথা গগন পারে
না বলা কথা কহিও মোরে
আজি এ রাতে।
তোমারি মত আমিও একা
রজনী জাগি,
কহিতে নারি গোপনে কাঁদি
কাহার লাগি'
এ রাতি যাবে বেদনা-মোহে
শেষের কথা কহিব দোঁহে
মোদের স্মৃতি জাগিবে নিতি
মৃদুল বাতে।

চুয়াল্লিশ

গানের পাখীটি উড়িয়া গেল যে তোমার কানন-ছায়,
আজিকে কেমনে এ-ভাঙ্গা খাঁচাতে ফিরায়ে আনিব তায়।
তুমি বুঝি তারে ডেকেছ গোপনে
সে বুঝি আছিল তোমারি স্বপনে
বিবাগী হলো সে তোমারে চাহিয়া অজানা কি বেদনায় !
সে যদি গিয়াছে ভুলিওনা তারে
দিও ঠাঁই দিও পরাণ-মাঝারে।
শুধা'য়ো পাখীরে যত কথা মম
সে গেল আমার প্রিয়-দূতী-সম
(মম) শ্রাবণের গীতি ফাগুনের প্রীতি তারি সুরে বাজে হায়।

পঁয়তাল্লিশ

স্মরণ-পথে কে তুমি আজি
আসিলে একা ?
কি চাহে বল' করুণ তব
অশ্রু-লেখা ?
যেন গো কোন স্বপনে মম
লুকায়ে ছিলে বেদনা সম,
হিয়াতে জাগে হারানো কোন্
স্মৃতির রেখা !
তুমি কি ছিলে আমার গানে ?
ছিলে কি তুমি কামনা হয়ে আমার প্রাণে ?
জীবন-সাঁঝে ডাকিলে মোরে !
বাঁধিবে কোন ব্যথার ডোরে ?
কি ছলে হায় ভুলাতে মোরে
দিলে গো দেখা ?

ছচল্লিশ

ও পথিক-বন্ধু চলিছ বিজন পথে !
তুমি হলে ফুল কাহারি প্রেমের স্রোতে ?
হারানো স্বজন আছে কোন দেশে ?
ঝরা ফুল তুমি কোথা যাও ভেসে ?
(তোমায়) কে গেল ফেলিয়া আপন মালিকা হতে ?
কাহারে হারায়ে হ'লে দিশা-হারা
কে ছিল তোমার নয়নের তারা ?
(আজি) সেও কি খুঁজিছে তোমারে স্মরণ-রথে ?

সাতচল্লিশ

বাঁধন মম টুটলো আজি
এলো পাগল হাওয়া
অজানা কোন দেশের লাগি
নয়ন স্বপন-ছাওয়া।
ছিন্ন-মুকুল সম আমি
পথের মাঝে এলেম নামি'
আমার প্রাণের ভাঙ্গা বীণায়
কি গান হবে গাওয়া ?
সন্ধ্যাবেলায় প্রভাত ছবি
যেমন করে যাওগো ভুলে
তেম্‌নি আমায় ভোল' প্রিয়
আজকে আঁধার সাগর-কূলে
ঝড় এলো ঐ মরণ হানি'
শুনছি বাঁশী ঘরছাড়ানি,
আর কেন হায় আমার পানে
সজল চোখে চাওয়া ?

আটচল্লিশ

তোমায় আমায় যে কথা হায়
হয়েছিল সঙ্গোপনে
ভুলেছিনু সেই সে কথা
আপন ভুলে অন্যমনে।
সে দিবসের পুলক-ব্যথা
হাওয়ায় ভেসে কইছে কথা
দিনের স্মৃতি ফিরে আসে
চাঁদের আলোর গুঞ্জরণে।
ভুলের বেদন বাজে বুকে
ভুলবো তা যে কেমন করে ?
যে ব্যথা হায় তোমায় দিনু
দাও মোরে তা চিরতরে।
নিঠুর আঘাত দিতে আমায়
যদি চোখে জল নামে হায়
স্মরণ ক'রো তোমায় আমি
ভুলেছিলাম অকারণে।

ঊনপঞ্চাশ

আমি যে কথা বলি আজি নয়ন-জলে
ওগো ভুলিবে তারে কোন্ বিফল ছলে ?
যদি কানন ভোলে কভু সজল মেঘে
সেথা মেঘের স্মৃতি তবু রহিবে জেগে
রবে শিশির হয়ে নব কুসুম-দলে।
যদি শুকায় নদী তার মোছেনা রেখা
কত স্মরণ ব্যথা বুকে বহে সে একা।
উড়ে যায়গো পাখী ফিরে আসে যে গীতি
মোর যাবার পথে রবে আমার স্মৃতি
হবে বেদনা-কাঁটা তব হৃদয়-তলে।

পঞ্চাশ

ভুলে চল্ পথের ব্যথা
রে সন্ধানী পথিক আমার।
মরু-পথ বেয়ে এলি,
ভয় কেনরে পথের কাঁটার!
ভালে তোর বিজয়-টীকা হয়েছে রক্তে লিখা
নয়নে জ্বালিয়ে শিখা
ঘুচিয়ে দিবি গভীর আঁধার।
ওরে ও গৃহ-ছাড়া ওরে ও আপন-হারা
পথে তুই নাম্‌লি যদি
বৃথাই ঘরে ফিরবি আবার।

একান্ন

ঝড়ের রাতে বনের বীণায়
যে সুর বাজাও প্রিয়
সে-সুরে মোর প্রাণ জাগিয়ে
আপন করে নিও।
চাঁপা বনের মদির মধু
চাইনে আমি চাইনে বঁধু;
বিষ-করবীর নিবিড় সুধা
আজকে বরণীয়।
বাজিয়েছিলাম কোমল বেণু
প্রেমের আলো ছিল প্রাণে
আজকে যদি চাহ প্রিয়
এস মম বাদল-গানে।
ঝড়-মাতনে উঠবো মেতে
পরাণ-খানি রাখবো পেতে
আশীষ্ তব চাইনে আমি
আঘাত তব দিও।

বাহান্ন

মনে কি জাগে ওগো মরমী
ডেকেছিলে মোরে চির-সাথী ব'লে?
আজি কেমনে গেলে ভুলিয়া
দিনু যে মালিকা গাঁথি' আঁখি-জলে।
ছিল এমনি মদির রাতি
আকাশে ছিল চাঁদের বাতি,
গেল যে নিশি মধু-স্বপনে
তারি স্মৃতি কাঁদে আজো হিয়াতলে।
বুঝিবা ভুলে কহিনি প্রিয়
ছিল যাহা মনে সেই মৃদু-সাঁঝে,
বাজেনি কিগো আমারি কথা
বন-বীণা-তারে সকরুণ-লাজে?
যদি না পার' মোরে ক্ষমিতে
আসিও ব্যথা জাগিলে চিতে
মম বেদনা র'বে জাগিয়া
আঁখি-ধারা সম ঝরা ফুল-দলে।

তিপ্পান্ন

কে তুমি নবীন রাখাল বাঁশরী বাজাও মাঠে?
কোথা হে গোধন তব? কি ভাবি বেলা যে কাটে!
সে কোন সুদূর দেশে
কাহারে হারায়ে এসে
উদাসী বেণুর সুরে খুঁজিছো অচিন বাটে?
কে ছিল হৃদয়-রাণী
কে গেল আঘাত হানি'?
ডুবিল তরণী তব কাহারি প্রেমের ঘাটে?

চুয়ান্ন

তুমি বেদনার মত আসিও,
আমার নয়নে জল-ছবি আঁকি'
সকরুণ-হাসি হাসিও।
সুখের পসরা রহিল পড়ি'
তার বোঝা কেন বহিয়া মরি ?
সে নহে আমার তুমি এসে শুধু
ব্যথা দিয়ে ভাল বাসিও।
মোর মরু-গেহে জ্যোছনা আসে
শুধু-ই মরিতে কেঁদে
দূর কাননের সুরভি এসে
বৃথা যায় মোরে সেধে।
বরষা-রাতির বিজলী-সম
তুমি এসো আজ হে প্রিয়তম,
যদি মোর প্রাণে থাকে মধু-স্মৃতি
দহন-জ্বালায় নাশিও।

পঞ্চান্ন

গান যদি মোর যায় সহসা থামি'
যদি চল্‌তে পথে লুটিয়ে পড়ি আমি
মালা গাঁথি তোমার তরে
সে যদি হায় ধূলায় ঝরে,
জানি তবু আসবে তুমি নামি।
চিরকালের স্বপন তুমি আমার চির-চাওয়া,
তুমি আমার শ্রাবণ-ধারা তুমি ফাগুন হাওয়া।
জীবন যদি যায়গো বয়ে
আসবে জানি মরণ হ'য়ে
আমি তব সুধা-পরশ-কামী।

ছাপ্পান্ন

ওগো গুণী, তুমি আমায় শুনিয়েছিলে গান,
তারি ছোঁয়ায় বেদন-দোলায় উঠলো দুলে প্রাণ।
উদাস-করা করুণ সুরে
জাগ্‌লো ব্যথা হৃদয় পুরে
প্রাণের কূলে এলো সে দিন কোন বিরহের বান !
বাতাস গেল নিশাস ফেলি' তোমার গানের' পরে
ক্লান্ত সুরের পরশনে শিউলি গেল ঝরে।
ভেবেছিনু গানের শেষে
হয় তো ধরা দিবে এসে
তোমার সুরে তোমায় খুঁজে পাইনা যে সন্ধান।

সাতান্ন

এ-জীবনের সকল ব্যথা
তোমার প্রেমের দান,
তোমার আঘাত জাগায় প্রাণে
বেদন-মধুর গান।
শিউলে-ফুলে শিশির সম
অশ্রু দিলে চোখে মম
তুমিই দিবে হিয়ায় আমার
গন্ধ-অবদান।
আঁধার যদি নামে পথে
নিভে যদি বাতি
দুখের বেশে জানি তুমি
রইবে আমার সাথী।
শেষ হ'লে মোর সকল দেওয়া
ডুবিয়ে দিয়ে পারের খেয়া
মরণ-মাঝে আপন করে
নিবে আমার প্রাণ।

আটান্ন

চিন্‌লে না মোরে তুমি
ওগো চির আন্‌মনা,
জীবন ভরিয়া মম এ পথে যে আনাগোনা।
তব গৃহ-বাতায়নে
চাঁদ খেলে যায় যবে অকারণে
সে-আলোক আড়ালে যে রহে মোর প্রেম-কণা।
জল আনিবার ছলে যাওনি কি নদীকূলে?
দেখনি কি সেথা হায় পথ ঢাকা ফুলে ফুলে?
মোর-পূজাফুলগুলি
গেলে দলি' পায়, নাও নাই তুলি'
(আজি) উদাস পূবালী বায়ে কাঁদে মোর সে বেদনা।

উনষাট

জাগো বঁধু জাগো দূরে যেতে হবে।
রাঙ্গা রবি-ছবি হের জাগে নভে।
দুরন্ত বায়
ডাকে "আয় আয়"
পথের পথিক কেন হেথা র'বে?
তব অভিযান হবে না যে শেষ
নাহি ঘর ওগো নাহি তব দেশ।
কেন এ স্বপন?
এ যে গো মরণ,
গৃহ-হারা জন গৃহ পায় কবে?

ষাট

কেমনে ভুলিব তারে?
রহে বেদনায় রহে সে অশ্রু-ধারে,
ফাল্গুনে ফুল-রথে
সে নাহি আসে এ-পথে,
বাজে আগমনী বাদলের বীণা-তারে।
দিবালোকে সে যে কোথায় লুকায়ে থাকে!
আঁধারের বুকে করুণ ছবিটি আঁকে;
মায়াবী কি মায়া জানে?
করুণা জাগায় প্রাণে
না-জানি কেন যে চাহি সেই আলেয়ারে।

একষট্টি

চলে মোর গানের ভেলা,
গগনে মিলিয়ে গেল আবীর খেলা।
চলে মোর গানের ভেলা।
আজি সে উজান-টানে
চলেছে সুদূর পানে
কে বলে পিছন থেকে "নাইরে বেলা"।
কাজলি আঁধার রাতি তুচ্ছ আজি
উদাসী কি সুর প্রাণে উঠ্‌লো বাজি।
এ-ঘাটের মায়া ছাড়ি
কোথা আজ দিবো পাড়ি?
না জানি জম্‌বে কোথায় প্রাণের মেলা।

বাষট্টি

ওরে ও কানন-তরু, দুলিয়ে দিলি ফুলের ঝালর সবুজ শিরে।
কত কালের বিফল চাওয়া সফল হ'লো অশ্রু নীরে
নীরব সে কোন অনুরাগে
পাতায় পাতায় শিহর লাগে!
হারিয়ে যাওয়া কোন্ সে পথিক বনের পথে এলো ফিরে?
দখিন বাতাস এলো বুঝি আজকে কানন গেহে
অনন্দেরি বিপুল জোয়ার জাগলো রে তোর দেহে।
ছিল যবে দুখের রাতি
উত্তরী বায় ছিল সাথী
আজকে এমন সুখের দিনে তার কথা হায় ভুলবি কিবে?

তেষট্টি

কে তুমি বহালে নদী পাষাণ হিয়াতে মোর।
কখন আসিলে প্রিয় খুলিয়া হৃদয়-দোর?
ছিলো না তো আলো-হাসি
বাজালে একি এ বাঁশী!
উছলে সুরের আলো নাহি যে মেঘের ঘোর।
কে জানিতো ওগো বঁধু
ঢালিবে এমন মধু!
মুছাবে ঝরেছে যত বিফল নয়ন-লোর!
আজি এ রজনী জাগি
গাহিব তোমার লাগি
জানিনা রহিবে কিনা হইলে এ নিশি ভোর

চৌষট্টি

মনের গহনে গানের পাখী
কি যেন কহিছে আমারে ডাকি'!
উতলা তাহার রঙ্গীন পাখা
কত ফাগুনের মলয়-মাখা
কেমনে তাহারে বাঁধিয়া রাখি?
যেথা কাঁদে হায় বরষা রাতি
সেথা কি রহিবে চাঁদের সাথী?
তারে ডাকে দূরে কোন্ একাকী?

পঁয়ষট্টি

যদি আমার জীবন শূন্য রহে
অসীম তুমি অপূর্ণ যে র'বে।
কতদিনের সূর্য্য কত
আমায় ভুলে অস্ত গেল নভে।
ঐতো তোমার আকাশ ব্যাপে তারার আলো উঠলো কেঁপে
আমার আঁধার বাতায়নে
রত্ন-প্রদীপ জ্বলবে বল' কবে?
তোমার বিশ্ব আকুল আজি
অর্ঘ্য তোমার সাজায় সুখে
আমার প্রাণের রক্ত কমল
পড়লো ঢলে বিফল দুখে।
নিখিল-বীণায় মঞ্জুগীতি আপন সুরে জাগাও নিতি
সব-হারা মোর হিয়ার মাঝে
সে সুর তব আজ কি নীরব হবে?

ছষট্টি

বল' বল' বল' বঁধু
কে আজ এলো দ্বারে।
ছিল সে কি ধ্যানে মম
ছিল কি আঁখি-ধারে ?
পথ-পানে মেলি আঁখি কেঁদেছি তাহারে ডাকি'
সে কাঁদন জাগালো কি
পাষাণ দেবতারে ?
নীরব প্রণতি সম জেগে র'বে ব্যথা মম
কোন্ মধু পরশনে
রাঙাবে বেদনারে ?

সাতষট্টি

আমি যে গান গাহি
বসি' বিজন ঘরে
তুমি শুনিলে তাহা
ওগো কেমন করে ?
মম কুসুম-বাগে যদি কলিটী জাগে
বল' মনে কি তব
তারি সুবাস ঝরে ?
মম মরম-তলে আজি যে-ব্যথা রহে
সে কি তোমারে ঘেরি'
শুধু কাঁদে বিরহে ?
আজি উদাসী বায়ে বুঝি গোপন পায়ে
মম স্বপন নামে
তব নয়ন 'পরে।

আটষট্টি

আমি যখন জ্বালি প্রদীপ
কেন নিভে মৃদু বায়ে
আমার পূজার কুসুমগুলি
কে দলে গো নিঠুর পায়ে ?
দুখের আঘাত যতই বাজে কি চাহে সে বুঝি না যে
আমার নয়ন অন্ধ ক'রে
নীড় বাঁধে সে প্রাণের ছায়ে।
পূবের বায়ু বেণু-বনে
মরণ হানে আপন সুখে
সুর জাগে তায় বেণুর বুকে।
দুঃখ দিয়ে আপন হাতে রয় সে মম বেদনাতে
কি সুর প্রাণে জাগাবে সে
বিপুল ব্যথার কঠিন ঘায়ে ?

উনসত্তর

আজকে রাতে তারার পানে
হয় তো তুমি আছ চেয়ে ;
অজানা কোন্ মায়া-পুরে
মন চলেছে খেয়া বেয়ে ?
তোমার চোখে আন্‌মনা গো আঁধার ডেকে আনব নাগো।
যে গান শুনে উঠবে কেঁদে
কি হবে আর সে গান গেয়ে
যেথায় তুমি আছ ওগো যাবোনা আজ আমি সেথা
ভয় জাগে মোর হয়তো তুমি
আমায় দেখে পাবে ব্যথা
আকাশে চাঁদ তোমার সাথী আমার ঘরে বাদল রাতি
দুখের দেয়া থাক্ সে আমার
ঝরুক মম গগন ছেয়ে।

সত্তর

তব আলোর দেশে
মম আঁধার-বাণী
বল' যায় কি ভেসে'
ওগো হৃদয়-রাণী !
নব মিলন-রাগে তব নয়ন জাগে
হেথা বিরহে কাঁদে
মম পরাণ খানি।
যদি নিশাস মম
তব বাসর দ্বারে
বৃথা সাধিয়া ফিরে আজি ক্ষমিও তারে
ওগো ক্ষণিকা প্রিয়া গেলে যা কিছু নিয়া
আর দিবে না তাহা
আমি জানি গো জানি

একাত্তর

বেদনারি বন্দনা মোর
তোমার ভুবন মাঝে
সুন্দর হে ছন্দে তব
পরাণ মম বাজে।
ছন্দে দোলে শশী তারা সাগর নদী আপন হারা,
আরতি মোর অশ্রুজলে
বইবে সকল কাজে।
বিশ্বভরা স্বপন-খানি বইছে শোন' তোমার বাণী
জীবন মরণ মাল্য হয়ে
চরণ-তলে রাজে।

বাহাত্তর

মরম ব্যথা রহিল মরমে
কি জনি কেন হলোনা বলা গোপন সরমে।
সে যবে ডাকিল দুয়ারে আসি
আনমনে হায় শুনিনি বাশী ;
বুঝি বা ভুলে হয়নি ডাকা মোর প্রিয়তমে।
চাহিনু যবে গেল সে চলি',
বহিল চোখে সলিল-ধারা
দেখিনি হায় কোন্ রূপে সে
আসিল হেথা আপন-হারা।
আজিকে তাহার স্মরণ লয়ে
জীবন চলিছে বিফলে ব'য়ে
বিরহ-গাথা জানাবো কবে চির-অনুপমে ?

তিয়াত্তর

হে মোর পরাণ ঘুমিয়ে থাক' ;
হারানো দিনেরে বিফলে ডাক'।
যে গেল ভাঙ্গিয়া গানের মেলা
তার লাগি কেন জাগো একেলা ?
কেন স্মৃতি-ছবি বিরহে আঁক ?
তোমারি মালিকা গেল সে ফেলে,
দিয়ে প্রেম-ডালি কি তুমি পেলে ?
বৃথা আশা-পথে আসন রাখ'।

চুয়াত্তর

দেউলে আজ জ্বলেনা দীপ প্রণতি মোর হইল শেষ,
পথিক বায় কোথায়ে হায় বহিয়া নেয় আরতি-রেশ।
কত না ধূপ গন্ধ-লীন!
বাজে না বীণ ছন্দ-হীন
নিরাশা-মেঘ পরাণে মোর মেলিছে ঘোর আঁধার কেশ।
নয়ন-জলে গড়িয়াছিনু তোমারি নামে জপের মালা
হোমের শিখা জ্বালিয়েছিল নিঠুর তব বিরহ-জ্বালা।
আজিকে শেষ শেষের পূজা
রহিল পড়ি পথের বোঝা
মরণ-পুর কতযে দূর কোথাসে মোর অজানা দেশ?

পঁচাত্তর

এই তো আমার জয়
তোমার হাসির অন্তরালে
অশ্রু ফুটে রয়।
দাওনি তুলে হাতে কিছু
যাবার পথে চাওনি পিছু
আজকে তোমার গানের বীণা
আমার কথা কয়।
শুক্লারাতির প্রহরগুলি
চাঁদের তরী বেয়ে
নীরবতায় মিলিয়ে গেল
দেখনি হায় চেয়ে।
আনমনা গো খোল'নি দ্বার
তাই যে আসি স্বপ্নে তোমার
আজ বিরহের অন্ধকারে
নূতন পরিচয়।

ছিয়াত্তর

ভাটিয়াল

স্বপ্নে আমি দেখি যেগো মধুমালার দেশ,
সাপের বেণী বান্ধে কন্যা মেঘবরণ কেশ।
স্বপ্ন যদি মিথ্যা হইতো
অঙ্গুরী কি বদল হইতো?
হীরামন সে পাখী কি গো কইতো কথা বেশ?
একলা বইস্যা কান্দে কন্যা
না পাই তাহার দেখা
পঙ্খ যদি দিত বিধি
উইড়া যাইতাম একা।
মনের মানুষ আছে সেথা
জানলোনা সে আমার ব্যথা;
ওরে পবন বইয়া নিও আমার গানের রেশ।

সাতাত্তর

বাউল

সে কোন ক্ষ্যাপা বাউল রে ভাই
বসত্ করে আমার বুকে?
আমায় কাঁদায় আমায় হাসায়
সদাই যে রে দুঃখে সুখে।
সেই যে আসল কায়া রে ভাই
আমি তাহার ছায়া
কেউ দেখেনা সেই জনারে
আমি মরি তাহার দুখে।
গান গেয়ে যাই পথে পথে
সবাই শুনি ডাকে
কেউ জানেনা প্রাণের ঠাকুর
গান দিল যে আমার মুখে।

আটাত্তর

বাউল

ফুলের বনে থাক' ভ্রমর ফুলের মধু খাও,
আমার কথা কণ্ঠে লইয়া বন্ধুর দেশে যাও।
যাওরে ভ্রমর যাও।
শুনবে যেথায় বেভুল বাঁশী
সেথায় আছে মোর উদাসী
আমার নাম তার কানে দিও
তারে যদি পাও।
যাওরে ভ্রমর যাও।
বন্ধু যদি চম্‌কে উঠে সজল চোখে চায়
কইও তারে তারি লাগি আজো কাঁদি হায়।
পথ যদি সে ভুলে থাকে, পথ দেখায়ে এনো তাকে
(আমার) বুকের মালার মধু নিয়া
তারে এনে দাও। যাওরে ভ্রমর যাও।

ঊনয়াশী

ভাটিয়াল

আমার অশ্রুমতী নদী
তেপান্তরের স্বপন বুনে বহে নিরবধি,
দুখের দেয়া চিরতরে
জম্‌বে আমার আকাশ 'পরে
যার তরে হায় দেশান্তরী তারে না পাই যদি।
যে কথা মোর পায় না ভাষা
কইতে প্রাণে বাজে
অশ্রুমতীর জল-তরঙ্গে
সেই সে কথা বাজে।
তার দেখা হায় পাওরে যদি, কইও তারে কইও নদী
তোমার ঘাটের জল যেন নেয় আমার সে দরদী।

আশী

বাউল

বাঁশী তোমার রাখ' তুলে
তোমার সুরে বিভোল হ'য়ে
পাছে তোমায় যাইগো ভুলে।
সোনার তরু বন্ধু মম জড়িয়ে রবো লতা সম
জীবন শেষে পড়বো ঢলে তোমার রাঙ্গা চরণ-মূলে।
তোমার রূপের ধ্যান করেছি
না চাহিয়া তোমায়
আমার, সেই ভুলেরি পথ ধরিয়া
ছেড়ে গেলে আমায়।
আজকে তোমায় পেলাম যদি রাখবো বুকে নিরবধি
ভয় জাগে মোর হারাই পাছে পেয়ে অশ্রু-নদীর কূলে।

একাশী

ভাটিয়াল

তুমিনি আমার বন্ধু আমিনি তোমার বন্ধু রে ?
দিনের সুরুজ তুমি আমার রাতের চন্দ্রলেখা।
আন্ধার নামে আমার চোখে না পাই যদি দেখা।
তুমিনি আমার বন্ধু আমিনি তোমার বন্ধু রে ?
তুমি হইও বটবৃক্ষ
আমি হইবো লতা,
কাণে কাণে কইবো বন্ধু
যত দুঃখের কথা।
ভোমরা হইয়া আইসো উইড়া
আমি হইবো ফুল,
মলিন দেইখ্যা চিনবে আমায়
না হয় যেন ভুল।
তুমিনি আমার বন্ধু আমিনি তোমার বন্ধু রে ?

বিরাশী

ভাটিয়াল

ময়ূরপঙ্খী নায়ের মাঝি রে
কোন দেশেতে যাও ?
প্রাণের সোদর বলি তোমায় আমায় সঙ্গে নাও।
ক্ষীরদ-সায়র যেথায় আছে হীরা ফলে সোনার গাছে
আজকে আমার মন উদাসে
সেই দেশেরি বাও।
ভাটীর সোঁতে গেছে কত
অচিন দেশের নাইয়া !
এতদিনে আসলে তুমি উজান নদী বাইয়া।
কোথায় আছে কুহকিণী ? মায়ার পাশায় লইব জিনি
সে হোক্ আমার, তুমি নিও যা কিছু আর চাও।

তিরাশী

ভজন

দরশন বিহনে নয়ন জ্যোতিহারা,
তিলেক সুখ নাহি বঁধু হে তোমা ছাড়া।
আমার স্মরণ-মাঝে যেন তব বাঁশী বাজে
মনে হয় শুনি তব বাণী
অপলক আঁখিতে অঝোরে বহে ধারা।
বিরহ-রাতি মম দীরঘ যুগ সম
বেদনা জানাব আজি কারে ?
তোমারে স্মরি প্রভু ভুলে কি র'বে তবু
আমারে রাখিবে আঁধিয়ারে ?
বরষি মিলন-মধু এস হে শ্যামল বঁধু
করুণা-কিরণ-কর দান
মীরার হিয়া-মাঝে তুমি যে ধ্রুবতারা।

চুরাশী

বাউল

যাবার কালে বন্ধু ওগো
কয়েছিলে মোরে
সময় হ'লে পাব তোমায়
ভাঙ্গন-ধরা ঘরে।
সেই অবধি নদীর বাটে একলা আমার জীবন কাটে
নদীর জল যে গেল বেড়ে আমার অশ্রু ঝ'রে।
বর্ষা এসে গেছে চ'লে
লয়ে সোনার ঝারি
পৌষ ফাগুনের শেষ হলো গান
আর যে সইতে নারি।
ওরে বন্ধু তোর বিরহ জ্বলছে বুকে অহরহ
আমার পরাণ নয় যে আমার নইলে যেতাম ম'রে।

পঁচাশী

ভজন

প্রাণের প্রভু রহে প্রাণে রয়না বাহিরে
ফুলের খেলায় চাঁদের মেলায় কোথায় পাবিরে ?
দেখ্ না খুঁজে হিয়ার মাঝে
রহে চিরসুন্দর
আপন আলোয় উজল করে
প্রাণের গহন কন্দর।
অলখ যে জন তারে নয়ন পাবে নাহিরে।
প্রেম-নগরে বসত যে তার
তোরি হিয়ার মাঝে
এক মনে শোন্ মরমে তোর
তার মুরলী বাজে।
তোর আঘাত সে যায় যে ভুলে তোরে চাহিবে।

ছিয়াশী

ভাটিয়াল

ওরে সুজন নাইয়া,
কোন্ বা কন্যার দেশে যাওরে
চাঁদের ডিঙ্গি বাইয়া ?
লক্ষ তারার নয়ন কোলে কার চাহনির মাণিক জ্বলে ?
আবছা মেঘের পত্রখানি
কে দিল পাঠাইয়া ?
কোন সে কন্যার দীর্ঘ নিশ্বাস
আইল বাউড়ী বায়ে ?
চোখের জলে তোমার নাম কে
লেখে আপন গায়ে ?
নদীর জলের আরসিতে হায় কোন সে প্রিয়া দেখে তোমায় ?
সাঁঝের পিদ্দিম ভাসায় জলে কে তোমারে চাইয়া ?

সাতাশী

ভজন

দুখের বেশে দিলে দেখা হে মোর হৃদয়-চারী
আমার নয়ন মাঝে প্রভু হ'লে অশ্রু-বারি।
যা কিছু মোর ছিল আপন
হে দেবতা করলে হরণ।
বিনিময়ে কি দিবে আজ
আশায় রহি তারি।
ফাগুন দিনের ছায়া পথে
বৃথাই তোমায় খুঁজি
বৈশাখী ঝড় হ'য়ে প্রভু
তুমিই এলে বুঝি।
ঘরের বাঁধন গেল টুটে পথের মাঝে এলাম ছুটে
শেষ পারাণির খেয়াঘাটে তুমি যে কাণ্ডারী।

অষ্টআশী

ভাটিয়াল

এই না নদীর ঘাটের কিনারায়
আমার দিন যে চলে যায়।
অচিন দেশের কত নেয়ে গেল চ'লে সারি গেয়ে
মনের মানুষ এলো নারে
যা'রে নয়ন চায়।
আমার দুঃখে কাঁদে নদী কাঁদে বনের পাখী
কোন সে রাহু সোনার চাঁদে রাখলো আজি ঢাকি'!
এ পার যদি ভাঙ্গে নদী ও পার গড়ে নিরবধি
(আমার) আশা-নদীর দুকূল ভাঙ্গা বাঁধন নাহি তায়।

উননব্বই

কীর্ত্তন

যদি দিঠুর হইল শ্যাম'
তার নামে আমি করিনু শপথ
ভুলিব শ্যামের নাম।
মোর শুক সারি পাখী কানুরে উঠিলে ডাকি
আপনি বধির আমি হবো।
যদি হেরিয়া নবীন মেঘে তার স্মৃতি উঠে জেগে
নয়ন মুদিয়া আমি র'ব।
মরিতে বাসনা মোর হ'লে
কালো সে তমাল ডালে দিবনা দিবনা ফাঁস
ডুবিবো না যমুনার জলে।
সখিরে আমার পরাণে
যে অনল জ্বলে বিধি মোর জানে ;
সে আগুনে হ'বো ছাই
পবন বহিয়া যেন তার দেশে নিয়ে যায়
সে পাষাণ দেখে যেন তাই।

নব্বই

ভজন

আসে বুঝি প্রভু প্রিয়তম
বাণী উঠে রণি 'নমো নমো'।
তিমির-ঘোর রজনী শেষে
সে আসে নব আলোক বেশে
জাগিল স্নিগ্ধ প্রেম-সিক্ত প্রাণ-শতদল মম।
তাহারি করুণা-কিরণ তরে
নিখিল-অশ্রু ঝরিয়া পড়ে :
ঝলকে চরণে জন্ম-মৃত্যু সূর্য্য-চন্দ্রসম।

একানব্বই

কীর্ত্তন

শ্রীমতী চলিছে অভিসারে,
গুরুজন বচনে বধির সম গণে
কোথা কানু বলিয়া ফুকারে।
তিমির-ঘোর-রাতি বিজলী হ'লো সাথী
তাহারি আলোকে চিনে পথ :
কণ্টক পায়ে লাগে আঁচল জড়ালো শাখে
প্রিয় পাশে চলে মনোরথ।
তমাল-বনছায় বসিয়া শ্যামরায়
ঘন ঘন চাহে পথ পানে'
মুরলী আছে সাধা ডাকিছে রাধা রাধা
সে সুরে কি মায়া কেবা জানে!
শুনিলে বাঁশরী তার ভয় নাহি থাকে আর
ঘরের বাঁধন যায় টুটি'।
পরাণ বিকল অতি কানু পদে ধায় মতি
জীবন পড়যে সেথা লুটি'॥

নিরানব্বই

ভজন

জীবনে মম আরতি তব চলিছে রজনীদিন
তোমারি লাগি রহিছে জাগি' পরাণ তন্দ্রাহীন।
নিত্য তব পূজার তরে অশ্রু মম কুসুম গড়ে
তোমার গীতি গাহিছে প্রভু আমার বেদনা-বীণ।
দুঃখ মাঝে লুকায়ে তুমি বাসিলে ভালো
দহন-দানে জ্বালায়ে মোরে প্রদীপ জ্বালো।
বিরহ মম মিলনে কভু চির-ধন্য হ'বে কি প্রভু?
ধূপের মত পরাণ মম হইবে সুরভি-লীন।

তিরানব্বই

কীর্ত্তন

পরাণ কানু বুঝি গোকুলে এল ফিরে
তমাল ব্যথা ভোলে মালতী-লতা দোলে'
উজান লাগে ঐ যমুনা নদী-নীরে।
সখি, সে বুঝি আসিবে এই পথে
চরণ-আশে তার মুছিয়া আঁখি-ধার
মাধবী ঝরিল মালা হ'তে।
সখি, শুধায়ো গোপনে তারে
ভুলেছে কি রাধিকারে?
সখিরে দেখিস তোরা
আমারি মালাখানি আছে কি গলে তার
আমারি নামে বাঁশি আজিও বাজে কি রে?
সে যদি এসে ডাকে পরাণ-রাধা ব'লে
রহিব অভিমানে কেমনে কোন ছলে?
সে যে, স্বপনে রহে মম হিয়ার প্রিয়তম
যদিগো ভুলি তারে নিঠুর স্মৃতি থাকে
অনল হয়ে সেথে মরমে জ্বলে ধীরে।

চুরানব্বই

ভজন

ওরে যোগী প্রেম বিনা কে তাহারে পায় ?
জপ-মালা বাঁধে নারে প্রেম-দেবতায়।
ধ্যানে তোর তিনি নাই
প্রেম মাগে সব ঠাঁই
চেয়ে দেখ আজি ভাই
আঁখিমুদে কেহ কিরে দরশন চায় ?
গৃহ ছাড়ি বনবাসে কেন তুই যাস্ ?
দেবতা রয়েছে ঘরে দেখিতে না পাস্ ?
হেথা যেরে তোরি পাশে
শিশু হ'য়ে তিনি হাসে
বঁধু হ'য়ে ভালবাসে,
তোর সুখে হাসে প্রভু কাঁদে বেদনায়।

পঁচানব্বই

ভজন

দুখের রাতে পাবি যে তার দেখা
ওরে কাঙ্গাল রহিস জেগে একা।
সে হয় যে রে পরশ-মণি
ব্যথায় গড়ে সুখের খনি
আঁধার-তলে লেখে চাঁদের লেখা।
অন্ধ মনের সে যে আলো
দুঃখীজনের সাথী
বিফলে আজ যায় না যেন
এমন দুখের রাতি
রে উদাসী দেখিস্ চেয়ে
করুণা তার নয়ন ছেয়ে
অশ্রুজলে ফুটবে হাসির রেখা।

ছিয়ানব্বই

ভজন

প্রভু, পরম শোভন নিরুপম
মম মরম মাঝারে চিরসাথী
করুণা-আলোকে উজলিছ
মম বিরহ-বিধুর দুখ-রাতি॥
তব নামে প্রভু বহি জপমালা ফুল-সম গণি যত ব্যথা জ্বালা
তুমি জাগরণে নিশীথ-স্বপনে
তব প্রেমে জ্বলে আরতির বাতি।
যা কিছু হারানু পরিজন ছাড়ি
তুমি দিলে প্রভু শতগুণ তারি
মীরা উদাসিনী তব বাঁশি শুনি
এসো প্রিয়-বঁধু চারু-শ্যাম-ভাতি।

সাতানব্বই

ভাটিয়ালী

ওগো আমার সোনার বন্ধু
শোন প্রাণের কথা,
তরু যদি হইতে তুমি
আমি হইতাম লতা।
বাউড়ি বাতাস বইলে পরে বন্ধু তোমায় জড়িয়ে ধরে
বিনি কথায় জানিয়ে যেতাম সকল আকুলতা।
চাঁদ যদিরে হইতে বন্ধু
চেয়ে রইতাম চোখে
ফুল হইলে মালা গেঁথে
দুলিয়ে দিতাম বুকে।
জীবন গেল বৃথাই বয়ে এসো বন্ধু মরণ হ'য়ে
তোমার পায়ে অর্ঘ্য দিব জনম-ভরা ব্যথা।

আটানব্বই

ভাটিয়াল

যাইও যাইও ওরে নদী
কলাবতীর দেশ
তোমার সুরে বইয়া আইন্ত
তার গানেরি রেশ।
উজান টানে আইন্ত নদী সেই গানেরি রেশ।
তাব দেওয়া এ মালা হ'তে
একটি কুসুম ভাসাই সোঁতে
সে ফুল লইয়া কন্যা যেন
বান্ধে মাথার কেশ ;
আমার নামে কইও নদী বান্ধে যেন কেশ
বিরহিনীর বিদরে প্রাণ ;
তোমার জলে কইরা সিনান
জুড়ায় যেন জ্বালা কন্যা এই মিনতি শেষ ;
চোখের জলে জানাই নদী এই মিনতি শেষ॥

নিরানব্বই

ভজন

প্রভু পরাণ কাঁদে আজি তোমারি তরে
তুমি রহিলে ভুলে মোরে কেমন করে ?
তোমারি আলো দোলে নিখিল-নভে
জীবনে মম সেকি বিফল হবে ?
তব করুণা রবি কবে রাঙ্গাবে মোরে ?
জ্বলে বেদনা শিখা আজি মরম তলে
সে যে নিভেনা প্রভু মম নয়ন-জলে
শীতল কর হিয়া পরশ দানে
জীবন চলে কোন আঁধার-পানে
রেখো আমারি পথে তব প্রদীপ ধরে।

একশ'

ভজন

এসো শ্যামল প্রভু মম
এ ঘোর রজনী কেমনে যাপিব
কান্ত বিহনে প্রিয়তম ?
নবীন মেঘদলে তমাল তালীবনে
তব রূপ হেরি অনুক্ষণ
মেলিয়া সজল আঁখি সুদূরে চাহিয়া থাকি
কাঁদি বিরহিনী রাধা-সম
শুনিয়া পবনধ্বনি শিহরি' শিথানে আমি
দুয়ার খুলিয়া ডাকি প্রিয়
নিখিল-বিরহী-হিয়া ওঠে শুধু গুমরিয়া
কোথা মোর চির -বরণীয়।
বিরহ-ঘোর রাতি বাতায়নে নিভে বাতি
জীবন-প্রদীপ-শিখা বাকী
কোথা সে গিরি-ধারী মীরার ব্যথা-হারী
অসীম অনুপম।

নূতন গান

এক

যে ফুল ঝরিয়া গেল
ভুলিও না তায়
তাহার সুরভি আজো
কাঁদিয়া বেড়ায়।
নদী যদি হয় হারা
বহে তার মৃদু সাড়া
ধরণীর হিয়া-তলে
ঝুরে বেদনায়।
গানের পাখীটি হায়
সুর-হারা আজি
তারি সুরে স্মৃতি-বীণা
তবু উঠে বাজি'।
সাঁঝের আঙ্গিনা-তলে
যে-প্রদীপ নাহি জ্বলে
দেবতার বেদীমূলে
তারি শিখা ভায়।

'আজি আমারি কথা'

দুই

পরাণ-বন্ধু কই গো আমার,
কোথায় গেলে পাই ?
চাতক যেমন বারি যাচে
আমি তারে চাই।
চোখের ভাষায় কি যে কইয়া
গেল বন্ধু ডিঙ্গা বাইয়া
নিরালাতে পাইলে তারে
সে কথা শুধাই।
এক নিমিষের দেখা, তবু এমন কেন হইলো ?
জনম-ভরা কান্দতে হবে কে জানিতো সইলো !
আমার বন্ধুর রূপের ছটায়
চান্দ্-সুরুজে লজ্জা যে পায়
আমি মরি লইয়া বন্ধুর রূপের বালাই।

তিন

চিরহে চির তোমারে হেরি প্রভাত-ছবি মাঝে
তোমারি প্রেম কুসুম-রূপে মাধুরী ল'য়ে সাজে।
করুণা তব শিশির হয়ে
কোমল তৃণে যায় গো বয়ে
অসীম তব মূরতিখানি সীমার কোলে রাজে।
পরাণ মম প্রণতি হয়ে চরণ মাগে তব
নয়ন ভরি' পড়ুক ঝরি' প্রভাত-আলো নব।
আমি যে তব, তুমি যে মম
না ভুলি যেন হে নিরুপম,
পরশে তব বিরহ-বীণা মিলন-সুখে বাজে।

চার

মরমীগো চ'লে যায় বেলা,
কবে আর হবে ফুল-খেলা ?
বাঁশরি বাজালে
কুসুম জাগালে
কেন তারে দাও অবহেলা ?
কাঁদিছে আলো দুয়ারে বসি'
উতলা বায়ু চলে নিশসি',
ঝরিবে গো ফুল
এযে নহে ভুল,
ভিড়িবে কবে তোমার ভেলা ?

পাঁচ

ছলছল্ চলে জল
অকূল পানে,
শ্যামল সাগর ডাকে
সজল গানে।
ছাড়িয়া পাষাণ-কারা
চলিছে পাগল-পারা
দুকূলের মানা আজ
নাহি সে মানে।
তরুদল তীর হ'তে
কহিছে ডাকি' ?
কোথা যাও জলধারা
মোদেরে রাখি'।
জল কহে সুরে সুরে—
চলি দূরে আরো দূরে
তুষিব পরম জনে
সকল দানে।

ছয়

সময় হ'লে ফুটবে রে ফুল
প্রাণের শাখে
থাক্‌রে ব'সে কখন এসে
মলয় ডাকে !
অন্ধকারে আছিস ব'লে
ভাসবি কেন চোখের জলে?
ঐ তো আলো যায়রে দেখা
মেঘের ফাঁকে
কান্না-হাসির মায়ায় গড়া
ধরায় ধূলি,
এর মাঝে তুই পরশ-রতন
নিবি তুলি'—
দুঃখ দেখে ডরাস যদি
দুঃখ র'বে নিরবধি ;
ব্যথার শেষে তারে পাবি
খুঁজিস যাকে।

সাত

কি পেলি তুই বল্ ?
যা কিছু তোর রইলো প'ড়ে সে যে হলাহল
ছিল বাঁশী ছিল হাসি,
আজকে ঝরা ফুল-রাশি
দুনয়নে আছে শুধু ব্যথার অশ্রু-জল।
কতই রাতি কাটালি তুই
মিছে আশায় জেগে
আশার বাসর গেল ভেঙ্গে
একটু বাতাস লেগে,
আপন ঘরে রইলো না মন
খুঁজে বেড়াস কোথায় রতন
সুদূর সে যে রইলো সুদূর মায়া সে কেবল।

আট

ব্যথার রজনী ভোর,
ওরে ভোলা তোর কখন ভাঙ্গিবে গহীন ঘুমের ঘোর ?
যে-ফুল ফুটিয়া গিয়াছে ঝ'রে,
আজিও যে-ফুল ফোটেনি ওরে
তাদের সুবাস ডেকে যায় তোরে, খুলে দে সকল দোর।
গত রজনীর বেদনার ডালি
সুখের সুরভি হবে,
অতীতের যত অশ্রু-শিশিরে
মধুর হাসিটি র'বে।
আজি এ-প্রভাত মায়ায় ভরা
আলো-ঝল-মল হাসিছে ধরা,
অসীম আকাশ দিতে চায় ধরা হৃদয় মাঝারে তোর।

নয়

ছিল এত গান পরাণে
কেন ভুলি কে জানে !
হে গুণী তুমি আসি
বাজালে একি বাঁশী
গাহিতে ভুলে যাই
বাণী যে হার মানে।
তব সুরে চামেলী
আপনারে পাশরি
চাহিছে আঁখি মেলি, !
সুর-তরী বাহিয়া
আসিলে কি চাহিয়া
দিবে কি ধরা মোর সুর-হারা ধেয়ানে ?

দশ

পূজার থালি আর কতদিন বইবো ?
হৃদয় মাঝে দহন-জ্বালা বৃথা-ই কিগো সইবো ?
দিন চ'লে যায় রাতের পারে
ফুল ঝ'রে যায় পথের ধারে
মনের কথা মনে ল'য়ে কেমন ক'রে রইবো ?
পরাণ-প্রদীপ নিভে এলো
নাই যে চোখে আলো,
হে দেবতা মোর জীবনে
তোমার শিখা জ্বালো।
সে আলোকের উজলতায়
অন্ধ নয়ন ফুটবে গো হায়
তোমার ভাষা কণ্ঠে ল'য়ে
আমার কথা কইবো।

এগার

তোমার এতরূপ
কেমনে ধ'রে রাখি ?
আমারে দিল বিধি
শুধু যে দু'টি আঁখি।
মহিমা তব হায়
অসীমে শোভা পায়
আমি তো ধূলিকণা
নীরবে চেয়ে থাকি।
কত যে রবি শশী
তোমারে ঘিরে থাকে,
সাগর তব ছবি
হিয়ার মাঝে রাখে।
ঊষর মরুভূমি
সৃজন কর' তুমি
সহসা আনো সেথা
শীতল মেঘে ডাকি'।

বারো

তোমার আসার সময় হ'লে
জ্বালবো নাগো বাতি,
আকাশ জুড়ে থাকবে তখন
বাদল-গহন রাতি।
সারা দিনের মালাটি হায়
মলিন হ'য়ে যদি শুকায়
কুড়িয়ে তারে রাখবো না আর
আসনখানি পাতি'।
আঁধার তলে তোমার সাথে
হবে পরিচয়,
আমার ঘরে আসবে তুমি
এই তো আমার জয়।
বাদল-হাওয়ায় কানাকানি
ফিরবে দ্বারে ললাট হানি',
অভিমানের অশ্রুমালা
দিব তোমায় গাঁথি।

তের

হে আঁধার তোমার আড়ালে
কে যেন কাঁদিয়া ফিরে,
সে যে হায় দুখের পসরা
সুখ-সম বহে শিরে।
যেথা বহে তার বেদনা-নিশাস
সেথা ঘিরে আসে কি যেন সুবাস
বুঝি হায় ম্লান-ফুলদল
জাগায় সে আঁখিনীরে।
দিনের আলোক পায় না খুঁজিয়া তারে
পরাণ প্রদীপ পায় না পূজিয়া তারে,
মায়া-ঘেরা শুধু আঁধার-ছায়ায়
কোন্ অভিমানে কেন সে লুকায়
বুঝি তার প্রভাত আসে না
চির-বিরহের তীরে।

চৌদ্দ

যখন আমার যাবার সময় হবে
গানগুলি মোর ছড়িয়ে দিও পথে
বেদন-রাঙা কুসুম হয়ে র'বে।
কত দিনের কত কথা
নীরব নিশার আকুলতা
আমার গানে ছিল যেন কবে!
যে-পথ বেয়ে চলব আমি
আসবে আঁধার বুঝি,
আমার গানের করুণ সুবাস
পথ চিনাবে খুঁজি,
আমায় পথ চিনাবে খুঁজি।
কত ব্যথাই রইলো মনে,
রইলো বারি নয়ন-কোণে
বাদল হয়ে ঝরবে সে যে নভে

পনের

আমার জীবন ল'য়ে প্রভু
খেলছো একি খেলা!
কখন আমায় ভালবাস
কখন কর' হেলা!
সারাদিনই খুঁজি তোমায়
পাইনে আমি পাইনে গো হায়
হঠাৎ শুনি ঘরের পানে
ডাক সন্ধ্যাবেলা।
ফুলের বুকে তুমিই দেছ
মধু আমার লাগি'
তবে কেন গোপনে হায়
কাঁটা রহে জাগি
আপন হাতে ভাঙ্গ' গড়'
আলো আঁধার রূপ যে ধর,'
অশ্রু-শিশির তুমিই দেছ
যেথায় চাঁদের মেলা।

(x 36)

UNIVERSITY OF CHICAGO
099 965 158